এই দেশ এই মানুষ

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য, প্রকৃতি, বৈচিত্র্য, বেলাভূমি, প্রান্তর, স্বজন, সার্থক, সাংরাই, বিজু।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
সৌভাগ্য	–	ভালো ভাগ্য।
প্রকৃতি	–	পরিবেশ, বাইরের জগৎ।
বৈচিত্র্য	–	বিভিন্নতা।
বেলাভূমি	–	সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থান।
প্রান্তর	–	মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ স্থান।
স্বজন	–	নিজের লোক, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব।
সার্থক	–	সফল।
সাংরাই	–	রাখাইনদের নববর্ষ উৎসব।
বিজু	–	চাকমাদের নববর্ষ উৎসব।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি	সৌভাগ্য	বৈচিত্র্য	বেলাভূমি
প্রান্তর	সার্থক	স্বজন	

ক. আমাদের ..... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।
খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর .....।
গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়–বা এর সমুদ্রের .....।
ঘ. একই দেশ, একই মানুষ অথচ কত .....।
ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, ..., পাহাড়, সমুদ্র এইসব।
চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ..... হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

উত্তর :
ক. সৌভাগ্য; **খ.** প্রকৃতি; **গ.** বেলাভূমি; **ঘ.** বৈচিত্র্য; **ঙ.** প্রান্তর; **চ.** সার্থক।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?

উত্তর : বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও বাস করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন। এদের মধ্যে উলেরখযোগ্য হলো–চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মুরং, তঞ্চঙ্গা রাজবংশী ইত্যাদি।

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?

উত্তর : বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের নানা রকম উৎসব রয়েছে। নিচে বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের নাম উলেরখ করা হলো :

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব : ঈদ–উল–ফিতর, ঈদ–উল–আযহা।

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব : দুর্গাপূজাসহ নানা উৎসব ও পার্বণ।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব : বৌদ্ধ পূর্ণিমা।

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব : ইস্টার সানডে, বড়দিন।

গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?

উত্তর : বাংলাদেশের জনজীবন খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। নিচে তা তুলে ধরা হলো–

ধর্মীয় বৈচিত্র্য – এ দেশে বসবাস করে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষ।

পেশাগত বৈচিত্র্য – এ দেশের একেক মানুষ একেক পেশায় নিয়োজিত। কেউ কৃষক, কেউ কুমোর, কেউ আবার কাজ করে অফিস–আদালতে।

জাতিসত্তার বৈচিত্র্য – বাঙালি ছাড়াও এ দেশে চাকমা, মারমা, মুরং, সাঁওতালসহ নানা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন বাস করে।

পোশাক–পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য – এদেশের মানুষের পোশাক–আশাকেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেউ পরে লুঙ্গি, কেউ শার্ট, কেউ শাড়ি, কেউ বা সালোয়ার কামিজ।

ঘ. "দেশ হলো জননীর মতো।" দেশকে জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন?

উত্তর : জননী স্নেহ–মমতা–ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। তেমনি দেশও তার আলো–বাতাস–সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ কারণেই দেশকে জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ঙ. জেলেরা কী কাজ করেন? তারা যদি কাজ না করেন তাহলে আমাদের কী হতে পারে?

উত্তর : জেলেরা পুকুর, নদী, খাল–বিল ইত্যাদি থেকে মাছ ধরেন।

জেলেরা যদি তাঁদের কাজ না করেন তাহলে আমরা মাছ খেতে পাব না। এর ফলে আমাদের শরীরে আমিষের অভাব দেখা দেবে। তাই জেলেদের কাজটি অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

চ. "ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"– এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : আমাদের দেশে সব ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে মিলে–মিশে বসবাস করছে। প্রতিটি ধর্মের রয়েছে ভিন্ন

ভিন্ন ধর্মীয় উৎসব। আমরা সবাই মিলে এ উৎসবগুলো উদ্‌যাপন করি। উৎসবে আনন্দ করার সময় আমরা কে কোন ধর্মের তা মনে রাখি না। এ কারণেই বলা হয়েছে "ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।"

ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

উত্তর : মা আমাদের স্নেহ ও মমতা দিয়ে আগলে রাখেন। ঠিক সেভাবেই দেশও তার আলো, বাতাস, সম্পদ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই দেশ আমাদের মায়ের মতোই। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি দেশকেও তেমনিভাবে ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মাধ্যমেই আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ৩টি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র এই সব। দেশ হলো জননীর মতো। মা যেমন আমাদের স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

উত্তর :

ক) দেশ মানে কী?
খ) দেশকে জননীর মতো বলা হয়েছে কেন?
গ) কীভাবে আমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে?

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাঙালি	অবাঙালি		বন্ধু	শত্রব
দেশ	বিদেশ		সার্থকতা	ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক ..... আছে।
খ. সবাই আমরা পরস্পরের .....।
গ. ..... হলো জননীর মতো।
ঘ. আমাদের ..... যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

উত্তর : ক. বাঙালি; **খ.** বন্ধু; **গ.** দেশ; **ঘ.** সার্থকতা।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার বন্ধু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

এখানে,	মনির, রবিন	–	বিশেষ্য পদ
	খুব ভালো	–	বিশেষণ পদ
	তার	–	সর্বনাম পদ
	ও	–	অব্যয় পদ
	খেলে	–	ক্রিয়া

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুঁজে বের করি।

"বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। উচিত সবার সবাইকে ভালোবাসা।"

উত্তর :

বিশেষ্য পদ	–	বাংলাদেশ, দেশ, দরকার, প্রান্ত, স্বজন, বন্ধু, বাড়ি।
বিশেষণ পদ	–	জনজীবন, বৈচিত্র্যময়।
সর্বনাম পদ	–	এই, সবার, সবাইকে।
অব্যয় পদ	–	ও।
ক্রিয়াপদ	–	ঘুরে দেখা, বেড়াতে যাওয়া, ভালোবাসা।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিবকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পর পর) টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

উত্তর :

ক. পয়লা বৈশাখ

পয়লা বৈশাখ বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন পালন করা হয় এ উৎসব। সকল ধর্মের ও বর্ণের লোকজন উৎসবটিকে জাঁকজমকের সাথে পালন করে। দিনটি উপলব্যে পথে, ঘাটে, মাঠে বসে বাহারি মেলা। এটি আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। সকলে নববর্ষের বিশেষ পোশাক পরে। ব্যবসায়ীরা হিসাব-নিকাশের নতুন খাতা খোলেন। ঘরে ঘরে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

খ.

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ
০৪/০২/'১৬	তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি	গভীর রাতে পাহাড় ধসে চট্টগ্রামে সাতজন নিহত	ভারতের বিপরে বাংলাদেশের ওয়ান ডে সিরিজ জয়
০৮/০২/'১৬	সরকার বিনা খরচে ৫ হাজার দর শ্রমিক ওমান পাঠাবে	সড়ক দুর্ঘটনায় রংপুরে পনেরো জন নিহত	সাকিব আল হাসান আবারও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার
১২/০২/'১৬	সৌরচালিত রোবট আবিষ্কার করলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী	জাতীয় ঈদগাহের সামনে গাড়িচাপায় মা-মেয়ের মৃত্যু	জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন ফুটবলার শহীদুল ইসলাম

সংকল্প

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে, আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীৰে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে উৎসর্গ করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় ডুবুরি কেন ডুবছে, দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে– সে বন্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প, বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, কিসের নেশায়, বরণ, মরণ–যন্ত্রণা, ডুবুরি, দুঃসাহসী, চন্দ্রলোক, অচিনপুর, ফেড়ে।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ	বাক্য
সংকল্প	তীব্র ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা।	ভালো কাজ করার জন্য সংকল্প থাকা দরকার।
বন্ধ	বন্ধ।	বন্ধ ঘরে আলো বাতাস ঢুকতে পারে না।
যুগান্তর	এক যুগের পর আরেক যুগ, অন্য যুগ। দেশি গণনা মতে ১২ বছরে এক যুগ হয়।	অনেক যুগ–যুগান্তর পার হয়ে আমরা বর্তমান সময়ে এসেছি।
দেশান্তর	এক দেশ থেকে আরেক দেশ। অন্য দেশ।	বড় হলে আমি দেশ–দেশান্তরে ঘুরে বেড়াব।
কিসের নেশায়	কী উদ্দেশ্যে, কী আকর্ষণে।	কিসের নেশায় তুমি এমন ছুটোছুটি করছ?
বরণ	কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ।	পয়লা বৈশাখে আমরা বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নিই।
মরণ–যন্ত্রণা	মৃত্যুর মতো কঠিন যন্ত্রণা।	যারা সাহসী তারা মরণ–যন্ত্রণাকে ভয় পায় না।
ডুবুরি	যারা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে কোনো জিনিস উদ্ধার করে আনে।	মেঘনা নদীর তলদেশ থেকে ডুবুরিরা ডুবে যাওয়া লঞ্চটি উদ্ধার করেছেন।
দুঃসাহসী	অত্যধিক সাহসী।	দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন।
চন্দ্রলোক	চাঁদের দেশ।	মানুষ এখন চন্দ্রলোক ছাড়িয়ে মঙ্গল গ্রহেও যাত্রা করছেন।
অচিনপুর	অচেনা জায়গা।	এক ছিল অচিনপুরের রাজকন্যা।
ফেড়ে	চিরে, দুই ফাঁক করে।	কাঠুরে কুড়াল দিয়ে কাঠটা ফেড়ে ফেলল।

৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

সংকল্প	প্রতিজ্ঞা	ভালো কাজ করার জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।
বন্ধ	বন্ধ	সে বন্ধ জানালাটি খুলে দিল।
সিন্ধু	সাগর	সাগরে ঝিনুক পাওয়া যায়।
জগৎ	পৃথিবী	পৃথিবীর সবাই সুখী হোক।
ইঙ্গিত	ইশারা	শিৰক ক্লাসে চুপ থাকতে ইশারা করলেন।
বরণ	সাদরে গ্রহণ	আমরা অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করলাম।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

উত্তর : বিশ্বের সব অজানা রহস্যকে জানার অদম্য কৌতূহল রয়েছে কবির। তাঁর ইচ্ছা গোটা জগৎটা ঘুরে দেখবেন। তাই কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না।

খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লেখ।

উত্তর : যুগান্তর অর্থ হলো এক যুগের পর আরেক যুগ। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে বোঝায় মানুষ যুগের পর যুগ পার হয়ে নতুন দিনের পানে এগিয়ে চলছে।

গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?

উত্তর : দুঃসাহসীরা চন্দ্রলোকের অচিনপুরে যেতে চায়।

ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?

উত্তর : বীরেরা পৃথিবীর সব রহস্যকে জানতে চায়। মানুষের জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে চায়। সেই আশাতেই তারা নিজেদের জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করছে।

ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

উত্তর : কবি হাতের মুঠোয় পুরে বিশ্বজগৎ দেখতে চান। এই বিশ্বজগৎ অসীম রহস্যে ঘেরা। সমস্ত রহস্যকে জানার জন্য কবির কৌতূহলের শেষ নেই। এ কারণেই তিনি বিশ্বজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে চান।

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ	সাধু রূপ
আঁকব	– আঁকিব	ছুটছে	– ছুটিতেছে
দেখব	– দেখিব	আসছে	– আসিতেছে
ঘুরছে	– ঘুরিতেছে	চলছে	– চলিতেছে
মরছে	– মরিতেছে		

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

ক) আমি কাজটি করি।
আমি কাজটি করেছিলাম।
আমি কাজটি করব।
উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব, করা ক্রিয়াপদটির বিভিন্ন রূপ। যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে। যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

খ) নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলির নিচে দাগ দিই।
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অপরের উপকারে ব্যবহার করি।
কিশোর বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।
তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

উত্তর :
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অপরের উপকারে ব্যবহার করি।
কিশোর বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।
তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করি।
থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব

ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতীত
থাকব	থাকি	থেকেছিলাম
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

উত্তর :

ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতীত
থাকব	থাকি	থেকেছিলাম
দেখব	দেখি	দেখেছিলাম
শুনব	শুনি	শুনেছিলাম
খাব	খাই	খেয়েছিলাম
বেড়াব	বেড়াই	বেড়িয়েছিলাম
ঘুরব	ঘুরি	ঘুরেছিলাম
পড়ব	পড়ি	পড়েছিলাম
খেলব	খেলি	খেলেছিলাম
চড়ব	চড়ি	চড়েছিলাম
নামব	নামি	নেমেছিলাম
ধরব	ধরি	ধরেছিলাম
হাসব	হাসি	হেসেছিলাম

৭. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র–এর পরে 'ণ' বসে), বন্ধ, যুগান্তর, সিন্ধু, সেঁচে, বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকল্পগুলো লিখি।

উত্তর : কবির সংকল্পগুলো হলো :

ক) কবি বন্ধ ঘরে বসে থাকবেন না।
খ) কবি জগৎটাকে ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
গ) যুগে যুগে মানুষ কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সে কথা জানবেন।
ঘ) মানুষ কীভাবে দেশ-দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে সে সম্পর্কে জানবেন।
ঙ) বীরেরা কিসের আশায় জীবন বিপন্ন করছে সে কথা জানবেন।
চ) বীর ডুবুরি কীভাবে সিন্ধু সেঁচে মুক্তা সংগ্রহ করে সেই কৌশল সম্পর্কে জানবেন।
ছ) দুঃসাহসীরা কীভাবে চাঁদের দেশ থেকে ঘুরে আসে সে রহস্য জানবেন।
জ) মঙ্গল গ্রহের অজানা রহস্য অনুসন্ধান করবেন।
ঝ) পাতালপুরী ও মহাকাশের সব অজানা রহস্য আবিষ্কার করবেন।
ঞ) বিশ্বজগৎ হাতের মুঠোয় বন্দি করে সব কৌতূহল মেটাবেন।

৯. আমার সংকল্পগুলো লিখি।

উত্তর : আমার সংকল্পগুলো হলো :

ক) মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করব।
খ) মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করব।
গ) গুরুজনকে শ্রদ্ধা করব এবং ছোটদের স্নেহ করব।
ঘ) মানুষের বিপদে–আপদে এগিয়ে যাব।
ঙ) মানুষের অনিষ্ট করব না।
চ) দেশকে ভালোবাসব।
ছ) মানুষের মতো মানুষ হব।

জ) বড় হয়ে পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখব।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

উত্তর : পাঠ্য বই থেকে কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ কর। শিবকের সহায়তা নিয়ে নিজে নিজে আবৃত্তি করার চেষ্টা কর।

সুন্দরবনের প্রাণী

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার, সম্ভার, রয়্যাল, ভয়ঙ্কর, অমূল্য, বিলুপ্ত।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
অপার	– অগাধ, অসীম।
সম্ভার	– বিভিন্ন উপাদান, বিভিন্ন জিনিস।
রয়্যাল	– রাজকীয়।
ভয়ঙ্কর	– ভীষণ, ভীতিজনক।
অমূল্য	– যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।
বিলুপ্ত	– যা লোপ পেয়েছে।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য	অপার	সম্ভার	রয়্যাল	ভয়ঙ্কর	বিলুপ্ত

ক. বাংলাদেশ ..... সৌন্দর্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার ..... সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ..... বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার .....।

ঙ. রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের ..... সম্পদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন ..... প্রায় পাখি।

উত্তর : ক. অপার; **খ.** সম্ভার; **গ.** রয়্যাল; **ঘ.** ভয়ঙ্কর; **ঙ.** অমূল্য; **চ.** বিলুপ্ত।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।
ক্যাঙ্গারব	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু–পা বড়ো আর সামনের দু–পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো হাঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারব তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	একপ্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য হলো, চিতাবাঘ গাছে উঠতে পারে, অন্যান্য বাঘ পারে না। অন্যান্য বাঘের চেয়ে এরা সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে।
গন্ডার	কালো রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় প্রায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) ক্যাঙ্গারব ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?

উত্তর : ক্যাঙ্গারব বললেই মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার কথা। আর সিংহ বললেই মনে হয় আফ্রিকা মহাদেশের কোনো একটি দেশের কথা।

খ) বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে আমি যা যা জানি তা নিচে উলেরখ করা হলো–

১। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার : এই বাঘের চেহারা ও স্বভাব রাজার মতো। তাই এর নাম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনে এদের বাস। শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও।

২। চিতাবাঘ : অন্য বাঘের সাথে এর পার্থক্য হলো এটি গাছে উঠতে পারে। অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে।

৩। ওলবাঘ : একসময় সুন্দরবনে এ বাঘ দেখা যেত। এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

৪। মেছোবাঘ : দেখতে অনেকটা চিতাবাঘের মতো। এরা মাছ শিকার করে খায়। তবে নাম মেছো বাঘ হলেও মাছ এদের মূল খাদ্য নয়। এরাও এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী।

গ) দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর : পশুপাখি ও জীবজন্তু দেশের অমূল্য সম্পদ। এরা নানাভাবে দেশের উপকার করে। যেমন–

- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।
- এদের থেকে ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

ঘ) শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?

উত্তর : মানুষের পবে যা অনুপযোগী ও বতিকর সেগুলোকে শকুন নিজের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে আমরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে রবা পাই। এভাবে শকুন মানুষের উপকার করে।

ঙ) পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর : পশুপাখি জীবজন্তু পরিবেশের প্রাণ। এরা না থাকলে প্রকৃতিতে নানা বিপর্যয় ঘটবে। বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। এতে মানুষের জীবনও মারাত্মক হুমকিতে পড়বে।

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পবে যা বতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন .....বিশেষ্য পদ
বতিকর.....বিশেষণ পদ
সে.....সর্বনাম পদ
খেয়ে ফেলে.....ক্রিয়া পদ
ছাড়া.....অব্যয় পদ।

পদ পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনটার বড় বড় শিং, কোনটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

শব্দ	পদের নাম
সুন্দরবন	বিশেষ্য
বাঘ	বিশেষ্য
হরিণ	বিশেষ্য
শিং	বিশেষ্য
দাগ	বিশেষ্য
বড়	বিশেষণ
সাদা	বিশেষণ
চিত্রা	বিশেষণ
এদের	সর্বনাম
ছাড়াও	অব্যয়
বলে	ক্রিয়া

৫. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

ক. আকৃতি –
খ. রং –
গ. কোথায় দেখা যায় –
ঘ. আবাসস্থল –
ঙ. খাদ্যাভ্যাস –

উত্তর : 'প্রবন্ধ রচনা' অংশের 'গরব' রচনা দেখ।

৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঙ্গারব বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা–
১. ভারত ২. বাংলাদেশ
৩. অস্ট্রেলিয়া✓ ৪. আফ্রিকা

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?
১. সিংহ✓ ২. হাতি
৩. বাঘ ৪. উট

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?
১. সিলেট ও খুলনার
২. ভাওয়াল ও মধুপুরের
৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের✓
৪. উপরের সবখানে

ঘ. কোন পাখি বতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?
১. ঈগল ২. শকুন✓
৩. চিল ৪. কাক

ঙ. কোনটার বড় বড় শিং, কোনটার গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ, প্রাণীটির নাম কী?
১. চিতা বাঘ ২. চিত্রা হরিণ✓
৩. ভালরুক ৪. গন্ডার

৮. কর্ম–অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি– যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। পরে শ্রেণির সকলের সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

উত্তর : এখানে একটি নতুন তালিকা দেওয়া হলো। নিজে এভাবে একটি তালিকা তৈরি করে বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে দেখ।

ক্যাঙ্গারব, অ্যানাকোন্ডা, গরিলা, র‍্যাটল স্নেক, তিমি, হাঙর, ডলফিন, গিনিপিগ, উট, পান্ডা, পেঙ্গুইন, হায়েনা, লেমুর, ঈগল পাখি।

হাতি আর শেয়ালের গল্প

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত, অহংকার, তিরিৰি, তুলকালাম কাণ্ড, হুঙ্কার, মেদিনী, তটস্থ, শঙ্কিত, শক্তিধর, আস্তানা, উদগ্রীব, সমস্বরে।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
দিগন্ত	–	প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
অহংকার	–	নিজে অনেক বড় কেউ – এ রকম মনে করা।
তিরিৰি	–	খারাপ মেজাজ।
তুলকালাম কাণ্ড	–	এলাহি কাণ্ড।
হুঙ্কার	–	চিৎকার।
মেদিনী	–	ভূপৃষ্ঠ।
তটস্থ	–	ব্যতিব্যস্ত।
শঙ্কিত	–	ভীত।
শক্তিধর	–	শক্তি আছে যার।
আস্তানা	–	বসবাসের জায়গা।
উদগ্রীব	–	প্রতিমুহূর্ত অপেৰা করা।
সমস্বরে	–	একসঙ্গে শব্দ করা বা কথা বলা।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের	অহংকার	তিরিৰ	তুলকালাম কাণ্ড
হুঙ্কার	মেদিনী	তটস্থ	শঙ্কিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে ..... কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।
খ. ..... পতনের মূল।
গ. কী হয়েছে, এত ..... হয়ে আছ কেন?
ঘ. বনের সিংহ ..... দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।
ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে ..... বাধিয়ে দিয়েছে।
চ. ..... ওপারে কী আছে কেউ জানে না।
ছ. মেজাজ ..... বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।
জ. তুমি এত ..... কেন? কী হয়েছে?

উত্তর :
ক. মেদিনী; **খ.** অহংকার; **গ.** তটস্থ; **ঘ.** হুঙ্কার; **ঙ.** তুলকালাম কাণ্ড; **চ.** দিগন্তের; **ছ.** তিরিৰি; **জ.** শঙ্কিত

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর : অমিত শক্তিধর বলা হয়েছে অহংকারী হাতিটাকে।

খ) বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?

উত্তর : বনের পশুরা খুব সুখে–শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় মস্ত এক হাতি তাড়া খেয়ে বনে এসে ঢোকে। অহংকারী সেই হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের সবসময় শঙ্কিত থাকতে হয়। তাই তাদের মন থেকে শান্তি হারিয়ে যায়।

গ) গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে বোঝানো হয়েছে অত্যাচারী হাতিটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার অনুভূতিকে। হাতিটার অত্যাচারে বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে এসেছিল। শেয়ালের বুদ্ধিতে হাতিটা চরম সাজা পায়। পশুরাও হাতির অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়।

ঘ) শেয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শেয়াল হাতিটাকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের মহাবিপদে পড়তে হতো। দিন দিন হাতিটার অহংকার বেড়েই চলত। একে একে সব পশুই তার অত্যাচারের শিকার হতো। অনেকেই জঞ্জাল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতো।

ঙ) হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর?

উত্তর : হাতির এই শাস্তির জন্য দায়ী তার অহংকার ও নিষ্ঠুরতা।

চ) মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?

উত্তর : মিলেমিশে থাকলে মানুষের মাঝে একতা সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের শক্তি বেড়ে যায়। মানুষ একা সব কাজ করতে পারে না। কিন্তু মিলেমিশে করলে অনেক কঠিন কাজও খুব সহজে করা যায়। মানুষ যখন সভ্য হচ্ছিল তখন তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারে। তাই তারা মিলেমিশে থাকার নিয়ম শিখতে শুরব করে।

ছ) সবাই মিলে শেয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?

উত্তর : পশুদের মধ্যে শেয়াল সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাই সবাই মিলে শেয়ালকে দায়িত্ব দিল।

জ) শেয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রৰা করলো?

উত্তর : শেয়াল নানা রকম মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে হাতিটাকে নদীর কিনারে নিয়ে এলো। শেয়ালের কথায় হাতিটা না বুঝেই নদী পার হওয়ার জন্য পানিতে নেমে গেল। কিন্তু সাথে সাথেই তার মস্ত, ভারী শরীরটা পানিতে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল। এভাবেই শেয়াল বুদ্ধি খাটিয়ে বনের পশুপাখিকে হাতির অত্যাচার থেকে রৰা করলো।

ঝ) অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

উত্তর : অহংকারী ও অত্যাচারীকে শেষ পর্যন্ত করৰণ পরিণতি বরণ করতে হয়। সে যাদের ওপর অত্যাচার চালায় তারা একসময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরৰদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অহংকারী আর অত্যাচারীরা এভাবে নিজেদের পতন ডেকে আনে।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কুৎসিত		অহংকার	নিরহঙ্কার
ভয়	সাহস		স্বাধীন	পরাধীন

ক. আমরা ..... দেশের অধিবাসী।

খ. ..... পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল ..... হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে ..... থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

উত্তর : ক. স্বাধীন; খ. অহংকার; গ. সুন্দর; ঘ. ভয়।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

১. বাঘ ২. শেয়াল
৩. হাতি ৪. সিংহ✓

খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি ফিরে আসল?

১. সিংহ ২. শেয়াল✓
৩. ভালুক ৪. বাঘ

গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শেয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

১. শেয়াল সাঁতার জানে বলে
২. শেয়াল খুব সাহসী বলে
৩. শেয়াল বুদ্ধিমান বলে✓
৪. শেয়াল হাতির বন্ধু বলে

ঘ. হাতির করৰণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

১. হাতির অহংকার✓
২. হাতির লম্বা শুঁড়
৩. হাতির ভারী শরীর
৪. হাতির বোকামি

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

১. হাতির অত্যাচারের জন্য✓
২. হাতি খুব বড় বলে
৩. হাতির ভয়ে
৪. হাতি সাঁতার জানে বলে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

উত্তর :

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য	অসভ্য	লোকটির অসভ্য আচরণে সবাই অবাক হলো।
ধ্বনি	প্রতিধ্বনি	তার কথাটি দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল।
শক্তিশালী	দুর্বল	পুষ্টির অভাবে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়।

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুষ্টু – বিশেষণ
হাতি –
বুদ্ধিমান –
এবং –
আমি –
চায় –

উত্তর :

শব্দ		পদের নাম
দুষ্টু	–	বিশেষণ
হাতি	–	বিশেষ্য
বুদ্ধিমান	–	বিশেষণ
এবং	–	অব্যয়
আমি	–	সর্বনাম
চায়	–	ক্রিয়া

৮. যে কোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

উত্তর : জিরাফ

জিরাফ একটি বন্য প্রাণী। এটি স্থলভাগের সবচেয়ে লম্বা প্রাণী হিসেবে পরিচিত। এরা প্রায় ১৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এরা বসতে বা শুতে পারে না। জিরাফ খুব নিরীহ স্বভাবের হয়ে থাকে।

৯. কর্ম–অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিৰকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রত্যেকটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরৰ করি। আর

উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটি কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে–পৃষ্ঠায় গল্পের একটি নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

উত্তর : শিবকের সহায়তা নিয়ে নিজে চেষ্টা কর।

ফুটবল খেলোয়াড়

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

এক মজার বন্ধুর কথা বলা হয়েছে এই কবিতায়। জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লব্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। সকল দর্শক খেলার আনন্দ তার জন্যই পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যতটুকু যোগ্যতা তার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ৰত, পটি, মালিশ, ড্রিবলিং, বজ্র, কোলাহলকল, মহাকলরব।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
ৰত	– শরীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।
পটি	– কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে, পট্টি।
মালিশ	– যে ওষুধ চেপে-চেপে শরীরে লাগাতে হয়।
ড্রিবলিং	– এটা ফুটবল খেলার একটি কৌশল। ইংরেজি Dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।
বজ্র	– ভীষণ শব্দ করে ঝড়ের আকাশে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাওয়া, বাজ।
কোলাহলকল	– কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল আর 'কল' বলতে বোঝায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে একসঙ্গে গোল–গোল চিৎকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে 'কোলাহলকল' বলা হয়েছে।
মহাকলরব	– কলরব শব্দের অর্থ অনেক মানুষের গলায় এক সাথে চেঁচামেচি, আওয়াজ। মহাকলরব অর্থ হয় ভীষণ চিৎকার, চেঁচামেচি।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্র	পটি	মালিশের	ৰত	মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের——— রয়েছে।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে ——— বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা ——— করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের উপর ——— শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. ——— পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙে গেল।

উত্তর : ক. ৰত; **খ.** পটি; **গ.** মহাকলরব; **ঘ.** মালিশের; **ঙ.** বজ্র।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?

উত্তর : প্রভাত বেলায় ইমদাদ হক ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই তার বিছানা শূন্য পড়ে আছে।

খ. টেবিলের উপরে ছোট–বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

উত্তর : ইমদাদ হক প্রতিদিন খেলতে গিয়ে অনেক আঘাত পায়। সারা রাত ৰতগুলোতে মালিশ লাগায়। বেদনায় কাতরায়। কবি ভাবেন ইমদাদ হক বুঝি ছয় মাসের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল। কিন্তু সকাল বেলা গিয়ে দেখেন ইমদাদ হকের বিছানা খালি। মালিশের শিশিগুলো যেন তাঁকে অবাক হতে দেখে দাঁত বের করে হাসে।

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা নিজের ভাষায় বলি ও লিখি।

উত্তর : ইমদাদ হক ফুটবল খেলায় অত্যন্ত দৰ। সে বল নিয়ে সবার আগে ছুটে চলে। কখনো বাঁ পায়ে ড্রিবলিং করে। কখনো ডান পায়ে ঠেলা মারে বলকে। ইমদাদ হকের গোলেই তার দল জয় পায়।

দর্শকেরা ইমদাদ হকের অসাধারণ খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়। তারা চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দেয়। 'চালিয়ে যাও', 'আরো আগে যাও' 'মারো জোরে মারো', 'গোল গোল' ইত্যাদি বলে তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক) _____
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ) টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
_____

গ) গোল–গোল–গোল মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
_____

উত্তর :

ক) **মেসের চাকর হয় লবেজান সেঁক দিতে ভাঙা হাড়ে**
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ) টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।

গ) গোল–গোল–গোল মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

ভাঙা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়ে আনিল আজি।

৬. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

উত্তর : নিচে ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখা হলো–

১) ইমদাদ হক একজন ফুটবল খেলোয়াড়।
২) ফুটবল খেলা ও খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।
৩) ফুটবল খেলতে গিয়ে অনেক শারীরিক আঘাত পেলেও সে খেলা ছাড়ে না।
৪) ইমদাদ হক প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে ব্যথায় কাতরায়।
৫) ইমদাদ হক গোল করে তার দলকে জেতায়।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
প্রতিযোগিতা ফরম

১। শিক্ষার্থীর নাম :
.....
.....

২। বিদ্যালয়ের নাম :
.....
.....

৩। শ্রেণি :
..... রোল নং :
.....

৪। (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম :
.....
.....
(খ) শিক্ষার্থীর মায়ের নাম :
.....
.....

৫। বর্তমান ঠিকানা :
গ্রাম/সড়ক নং :
.....
উপজেলা :
.....

৬। স্থায়ী ঠিকানা :
গ্রাম/সড়ক নং :
.....
উপজেলা :
.....

৭। জন্মতারিখ :
.....
.....

৮। যে সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক :
(ক)
.....
.....
.
(খ)
.....
.....
..

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

উত্তর : পাঠ্য বই থেকে কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ করে শিক্ষকের সহায়তায় কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক) 'আমার প্রিয় খেলা' নিয়ে একটি রচনা লিখি।
খ) ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।
গ) নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

(গ)
.....
.....
..
.....
শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর

উত্তর :

ক) 'প্রবন্ধ রচনা' অংশে দেখ।
খ) 'চিঠিপত্র লিখন' অংশে দেখ।
গ)

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
প্রতিযোগিতা ফরম

১। শিক্ষার্থীর নাম : ইশতিয়াক হোসেন খান

২। বিদ্যালয়ের নাম : কফিলউদ্দিন আইডিয়াল স্কুল

৩। শ্রেণি : পঞ্চম রোল নং :

৪। (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম : আরিফ হোসেন খান
(খ) শিক্ষার্থীর মায়ের নাম : জোবায়দা খান

৫। বর্তমান ঠিকানা :
গ্রাম/সড়ক নং : দীঘল গ্রাম ডাকঘর/মহল্লা
উপজেলা : ধামরাই জেলা

৬। স্থায়ী ঠিকানা :
গ্রাম/সড়ক নং : তেঘরিয়া ডাকঘর/মহল্লা
উপজেলা : বাজিতপুর জেলা

৭। জন্মতারিখ : ২৯শে জুলাই ২০০৫

৮। যে সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক :
(ক) মোরগ লড়াই
(খ) ১০০ মিটার দৌড়
(গ) দীর্ঘ লাফ

.....	*ইশতিয়াক হোসেন খান* .....
শ্রেণিশিৰকের স্বাৰর	শিৰার্থীর স্বাৰর

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল, আসন্ন, অবধারিত, রক্তস্রোতে, রঞ্জিত, শায়িত।

উত্তর :

শব্দ		**অর্থ**
টহল	–	পাহারা দেওয়া।
আসন্ন	–	নিকট।
অবধারিত	–	অনিবার্য, যা হবেই, নির্ধারিত।
রক্তস্রোতে	–	রক্তের ধারায়।
রঞ্জিত	–	রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে এমন।
শায়িত	–	শুয়ে আছে এমন।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ	নান্নু মিয়া	শিপইয়ার্ডের	১৯৪৩ ১লা মে	রবহুল আমিন

ক) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ———।

খ) নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ——— সেদিন এভাবেই রৰা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।

গ) সিপাহি মুন্সী আবদুর রউফ ——— সালের ——— মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ) খুলনা ——— কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ রবহুল আমিন।

উত্তর : ক) নান্নু মিয়া; **খ)** নূর মোহাম্মদ শেখ ; **গ)** ১৯৪৩ , ১লা; **ঘ)** শিপইয়ার্ডের।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?

উত্তর : পাকিস্তানি হানাদাররা নূর মোহাম্মদ শেখ ও তাঁর সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা জবাব দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া প্রতিপৰের গুলিতে আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁকে এক হাত দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন। হঠাৎ শত্রবর গোলার আঘাতে তাঁর পা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতৰণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ হলেন। এভাবেই সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেন নূর মোহাম্মদ শেখ।

খ) সিপাহি মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।

উত্তর : ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের ওপর আক্রমণের জন্য মহালছড়ির কাছে বুড়িরঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান নেন। পাকিস্তানিরা সাতটি স্পিডবোট ও দুটি মটর লঞ্চ নিয়ে এগিয়ে আসে।

সংখ্যায় অল্প হলেও মুক্তিযোদ্ধারা দমে গেলেন না। মুন্সী আব্দুর রউফ সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের জীবন দিয়ে

হলেও সবাইকে রবা করবেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়তায় হানাদারদের সাতটি স্পিডবোটই ডুবে গেল। লঞ্চ দুটি থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে শত্রবরা পিছু হটতে থাকে। একপর্যায়ে শত্রবর একটি গোলা এসে পড়ল মুন্সী আবদুর রউফের ওপর। শহিদ হলেন এই অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা।

গ) বীরশ্রেষ্ঠ রবহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?

উত্তর : মংলা বন্দর জয় করে খুলনা জয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে আসছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ-জাহাজ বিএনএফ পলাশ ও পদ্মা। খুলনার কাছাকাছি পৌঁছামাত্রই একটি বোমারব বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা ফেলা হয়। রবহুল আমিন ছিলেন বিএনএফ পলাশের ইঞ্জিনরুমে। ইঞ্জিনরবমের ওপর বোমা পড়েছিল। এতে তাঁর ডান হাতটি উড়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে জাহাজ থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে তীরে উঠলেন তিনি। কিন্তু শেষ রবা হলো না। নদীতীরে অবস্থানরত বিশ্বাসঘাতক রাজাকাররা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবেই শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ রবহুল আমিন।

ঘ) গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

উত্তর : গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিচে উলেরখ করা হলো–

- মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন অসীম সাহসী।
- মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।
- মুক্তিযোদ্ধারা বীরের মতো হানাদার পাকিস্তানিদের বিরবদ্ধে লড়াই করেছিলেন।
- অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা দেশের মুক্তির জন্য হাসিমুখে জীবন দিয়েছেন।
- মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কারণেই আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

উত্তর :

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু 'বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ' রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার কথা প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য বাক্যটিতে।

বিশেরষণ : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য হাসিমুখে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

উত্তর :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
দুরন্ত	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম	সসীম	আকাশ অসীম না সসীম তা কেউ জানে না।
সুনাম	দুর্নাম	চোর হিসেবে সেলিমের দুর্নাম আছে।
বীর	ভীতু	পপি খুব ভীতু মেয়ে।
জয়	পরাজয়	সোহরাব সাহেব নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিলেন।
জীবন	মৃত্যু	মৃত্যুকে সবারই একদিন বরণ করতে হবে।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে
২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে ✓
৩. বাংলাদেশ নেভিতে ৪. কোনটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম–

১. ১৯৩৬ সালের ২৬এ ফেব্রবয়ারি ✓
২. ১৯৩৮ সালের ২৬এ ফেব্রবয়ারি
৩. ১৯৩৬ সালের ২৬এ জানুয়ারি
৪. ১৯৩৭ সালের ২৬এ জানুয়ারি

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

১. পাঁচটি ২. আটটি
৩. সাতটি ✓ ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়–

১. বরিশাল ২. বক্সিবাজার
৩. বোর্ড বাজার ✓ ৪. বুড়িঘাট

ঙ. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা–

১. নূর মোহাম্মদ শেখ ২. মুন্সী আবদুর রউফ
৩. মতিউর রহমান ৪. মোস্তফা কামাল

[বি:দ্র: সঠিক উত্তর– মোহাম্মদ রবহুল আমীন।]

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক) শহিদ দিবস –
খ) স্বাধীনতা দিবস –
গ) বাংলা নববর্ষ –
ঘ) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস –
ঙ) বিজয় দিবস –

উত্তর :

ক) শহিদ দিবস – ২১এ ফেব্রবয়ারি
খ) স্বাধীনতা দিবস – ২৬এ মার্চ
গ) বাংলা নববর্ষ – ১লা বৈশাখ/১৪ই এপ্রিল

ঘ) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস – ১৪ই ডিসেম্বর | ঙ) বিজয় দিবস – ১৬ই ডিসেম্বর

ফেব্রুয়ারির গান

লুৎফর রহমান রিটন

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করেন। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেক ছাত্র (যাদের নাম জানা যায়নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফর রহমান রিটন 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুগ্ধ, ঊর্মি, ঊর্মিমালা, স্রোতস্বিনী, সমুদ্দুর, বাহার, স্বর্ণলতা, প্রতিধ্বনি।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
মুগ্ধ	– বিমোহিত, আনন্দিত।
ঊর্মি	– নদী ও সাগরের ঢেউ।
ঊর্মিমালা	– ঢেউসমূহ, ঢেউগুলো।('মালা' শব্দটি দিয়ে বহুবচন তৈরি হয়েছে)।
স্রোতস্বিনী	– নদী।
সমুদ্দুর	– সমুদ্র, সাগর।
বাহার	– সৌন্দর্য।
স্বর্ণলতা	– সোনালি রঙের বুনো লতা। অনেক সময় পথের ধারের গাছগাছালি ভরে থাকে। এই লতা আপনা–আপনি জন্মায়।
প্রতিধ্বনি	– বাতাসের ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্দুর	মুগ্ধ	বাহার
প্রতিধ্বনি	মন ভোলানো	স্রোতস্বিনী

ক. বাংলার সৌন্দর্য দেখে আমি ————।
খ. গ্রীষ্মকালে ফলের ———— দেখা যায়।
গ. সাত ———— তের নদী পার হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার না।
ঘ. ———— ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকা।
ঙ. রংধনুর ———— রং এ আকাশ রঙিন হয়েছে।
চ. সকল মানুষের কণ্ঠে একই ————।

উত্তর : ক. মুগ্ধ; **খ.** বাহার; **গ.** সমুদ্দুর; **ঘ.** স্রোতস্বিনী; **ঙ.** মন ভোলানো; **চ.** প্রতিধ্বনি।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক) কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?
উত্তর : কবি এই কবিতায় চার ধরনের সুরের কথা বলেছেন। নিচে এগুলোর নাম লেখা হলো–
১। পাখির সুর, ২। সাগর নদীর ঊর্মিমালার সুর, ৩। পাহাড়ের সুর ও ৪। প্রজাপতির সুর।

খ) পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে? [প্রা.শি.স.প. ১৫]
উত্তর : পাতা ও স্বর্ণলতা গাছের গানে মুগ্ধ হচ্ছে।

গ) প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে? [প্রা.শি.স.প. ১৫]
উত্তর : প্রজাপতি ছন্দ আর সুরের মাধ্যমে ফুলের সাথে কথা বলে।

ঘ) আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?
উত্তর : আমরা মায়ের মুখের মধুর ভাষা– বাংলায় মনের কথা বলি।

ঙ) 'শহিদ ছেলের দান' হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?
উত্তর : শহিদ ছেলের দান হিসেবে আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষা– বাংলা।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মনের কথা কীভাবে বলব?
১. মায়ের ভাষায় ✓ ২. বাবার ভাষায়
৩. দাদার ভাষায় ৪. মামার ভাষায়

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?
১. বিরক্ত ২. মুগ্ধ✓
৩. রাগ ৪. খুশি

গ. নদীর অপর নাম কী?
১. স্রোতস্বিনী ✓ ২. পুকুর
৩. সমুদ্র ৪. খাল

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?
১. প্রজাপতি ✓ ২. হরিণ
৩. মানুষ ৪. পাখি

ঙ. ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?
১. ভাইয়ের ✓ ২. মামার
৩. বাবার ৪. মানুষের

৬. কর্ম-অনুশীলন।

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

উত্তর : একুশে ফেব্রুয়ারি

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। পাকিস্তানি সরকার ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায়। এতে শহিদ হন রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ অনেকে। অবশেষে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

★	শব্দার্থ : মুগ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর : ৪ (ঘ) বহুনির্বাচনি : ৫ (গ)	এককথায় প্রকাশ	প্রশ্ন নং : ১১

শখের মৃৎশিল্প

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ, টেপা পুতুল, নকশা, শালবন বিহার, টেরাকোটা, মৃৎশিল্প, শখের হাঁড়ি।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
শখ	– মনের ইচ্ছা, রুচি।
টেপা পুতুল	– কুমোররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। টিপে টিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত–পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যত্ন করে লাগাতে হয়।
নকশা	– রেখা দিয়ে আঁকা ছবি। শখের হাঁড়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমোর শিল্পীরা নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
শালবন বিহার	– কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টাদশ শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।
টেরাকোটা	– এটি ল্যাটিন শব্দ। 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত।
মৃৎশিল্প	– মাটির তৈরি শিল্পকর্ম। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি বলেই এর নাম মৃৎশিল্প।
শখের হাঁড়ি	– মাটি দিয়ে তৈরি কারুকাজ করা এক ধরনের হাঁড়ি। শখ করে এ হাঁড়িতে পছন্দের জিনিস রাখা হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ	নকশা	মৃৎশিল্প	টেপা পুতুল	টেরাকোটা

ক. এই যে ——— দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি ———।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে ——— বলে।

ঘ. আমরা মেলা থেকে অনেক ——— কিনলাম।

উত্তর : ক. নকশা; **খ.** শখ; **গ.** মৃৎশিল্প; **ঘ.** টেপা পুতুল।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

১. ষোলই ডিসেম্বর ২. পয়লা বৈশাখ✓
৩. একুশে ফেব্রুয়ারি ৪. বলিখেলার সময়

খ. মামা কোথায় পড়েন?

১. কলেজে
২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে✓
৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনস্টিটিউটে

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে–

১. বাঁশ ২. কাঠ
৩. পানি ৪. মাটি✓

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে–

১. চারুশিল্প ২. মৃৎশিল্প বা মাটির শিল্প✓

৩. কারবশিল্প ৪. দারবশিল্প

ঙ. কুমোর সম্প্রদায় কিসের কাজ করেন?

১. বাঁশের কাজ ২. কাঠের কাজ
৩. পাকা বাড়ির কাজ ৪. মাটির কাজ✓

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন–

১. আম ও লাউ পাতা থেকে
২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে✓
৩. সরিষা ফুল থেকে
৪. পান ও চুন থেকে

ছ. পোড়ামাটির ফলকের অন্য নাম–

১. টেপা পুতুল ২. টেরাকোটা✓
৩. শখের হাঁড়ি ৪. মৃৎশিল্প

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি? [প্রা.শি. স. প.– '১৩]

উত্তর : মাটির শিল্প বলতে আমরা বুঝি মাটি দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মকে। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। কুমোররা তাঁদের হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এ ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন।

খ) বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?

উত্তর : বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পকর্ম হলো মৃৎশিল্প। এ দেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে মৃৎশিল্পের চর্চা করে আসছেন।

গ) শখের হাঁড়ি কী রকম? [প্রা.শি. স. প.– '১৩]

উত্তর : শখের হাঁড়ি হলো মাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের হাঁড়ি। এই হাঁড়িতে অপূর্ব সুন্দর সব কাজ করা থাকে। শখ করে পছন্দের জিনিস এ হাঁড়িতে রাখা হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি।

ঘ) বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?

উত্তর : বৈশাখী মেলায় বিচিত্র সব জিনিস পাওয়া যায়। বাঁশের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন– কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই ইত্যাদি মেলে বৈশাখী মেলায়। মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল ও বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্রও পাওয়া যায় এ মেলায়। এ ছাড়া পাওয়া যায় বাঙি, তরমুজ, মুড়ি–মুড়কি, জিলাপি, বাতাসা ইত্যাদি মজার মজার খাবার।

ঙ) মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?

উত্তর : মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান হলো মাটি।

চ) কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।

উত্তর : আমাদের দেশের কুমোররা নানা ধরনের মৃৎশিল্প তৈরি করেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির হাঁড়ি, কলস, সরা, বাসন–কোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির ছাঁচ, নানা ধরনের খেলনা, টেরাকোটা ইত্যাদি।

ছ) টেরাকোটা কী? [প্রা.শি. স. প.– '১৩,১৫]

উত্তর : টেরাকোটা একটি ল্যাটিন শব্দ। 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ হলো পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সামগ্রীগুলো টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে এ শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়। টেরাকোটা বাংলাদেশের প্রাচীন মৃৎশিল্প।

জ) বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়? [প্রা.শি. স. প.– '১৩]

উত্তর : বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

ঝ) মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়? [প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর : আমাদের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে এ দেশের প্রাচীনতম শিল্পটিকে বহন করে চলেছেন। মাটির তৈরি নানা শিল্পকর্মে আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ছাপ লব করা যায়। পোড়ামাটির শিল্প বা টেরাকোটাগুলোতেও দেখা যায় অপূর্ব সুন্দর কারবকার্য। এ দেশের মানুষের মন যে শিল্পীর মন আমাদের মৃৎশিল্প সে পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতেও দেখা যায় মৃৎশিল্পের চমৎকার সব নিদর্শন। এগুলো আমাদের সভ্যতার ইতিহাসকেই তুলে ধরে। মৃৎশিল্প তাই আমাদের ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয়।

ঞ) 'মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি'– প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

উত্তর : মামার বাড়ি সবার কাছেই স্বপ্নময় একটি জায়গা। মামার বাড়িতে আদর, ভালোবাসা আর আপ্যায়নের মাত্রা অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি হয়। এ বাড়ির লোকজনের কাছে আমাদের আবদারের পরিমাণও হয় বেশি। ইচ্ছেমতো যা খুশি করা যায়। শাসন–বারণের ভয় থাকে না। মামার বাড়িতে কাটানো পুরোটা সময়ই আনন্দে ভরপুর থাকে বলে 'মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি'– কথাটি বলা হয়।

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছেন মাটির জিনিস, যেমন– কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এর জন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমোরদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বংশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কোনো কিছু যখন সুন্দর করে গাওয়া, আঁকা বা বানানো হয়, তখন তার নাম হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা।

খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন?

উত্তর : একেক শিল্পের কাজের জন্য একেক ধরনের উপাদান প্রয়োজন। যেমন মৃৎশিল্পের জন্য প্রয়োজন

মাটি, কাঠের চাকা ইত্যাদি। আবার চিত্রশিল্পের জন্য লাগে রং, তুলি।

গ. কেন কুমোরদের কাছে এসব কাজ সহজ?

উত্তর : কুমোররা বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পের কাজ করে আসছেন। তাই তাঁদের জন্য এসব কাজ সহজ।

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লেখ।

ক) মৃৎশিল্প

উত্তর : মৃৎশিল্প বলতে বোঝায় মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি বলেই এর নাম মৃৎশিল্প।

খ) শখের হাঁড়ি

উত্তর : শখের হাঁড়ি হলো মাটি দিয়ে তৈরি কারবকাজ করা এক ধরনের হাঁড়ি। শখ করে এ হাঁড়িতে পছন্দের জিনিস রাখা হয় বলে এর নাম শখের হাঁড়ি।

গ) টেরাকোটা

উত্তর : পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে এ শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়।

ঘ) টেপা পুতুল

উত্তর : কুমোররা নরম এঁটেল মাটির চাক হাতে নিয়ে টিপে টিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। মাটি টিপে টিপে এ ধরনের পুতুল বানানো হয় বলে এগুলোর নাম টেপা পুতুল।

৭. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

কান্তজির মন্দির	১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাজপুরে কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটা বাংলার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।
পাহাড়পুর	নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া টেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বার শ বছর আগের তৈরি।
শালবন বিহার	কুমিলরার ময়নামতিতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।
মহাস্থানগড়	বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যীশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে পনের শ শতকে বাংলার এ প্রাচীন শহর। মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক, পুতুল, অলংকার ও মূর্তি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমোরপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই। অথবা আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখি।

উত্তর :

আমার দেখা কুমোরপাড়া

আমাদের পাশের গ্রামটিতে ২০–২২টি পরিবার নিয়ে কুমোরপাড়া। গত বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর আমরা পাড়াটি দেখতে গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম, ছোট–বড় সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কেউ এঁটেল মাটির তাল চাক চাক করে সাজিয়ে রাখছে। পুরবয়স্কদের প্রায় সবাই মাটির চাকায় নানা ধরনের পাত্র বানাচ্ছে। বাচ্চারা পাত্রগুলো সারি করে রোদে শুকাচ্ছে। দিনাজপুর কেন্দ্রীয় চুলায় আগুন পোড়াচ্ছে। আবার শুকনো পাত্রগুলো ঢিবির মতো সোমপুর বিহারের মতো– ধোঁয়া বের হচ্ছিল। উঠোনের এক পাশে রোদে শুকানোর গেছে অনেক সুন্দর উদ্দেশ্যে সারি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেপা পুতুল, মাটির কলস, হাঁড়ি, সরা, পেয়ালা বাসন–কোসন, সুরাই, মটকা, জালা ও পিঠে তৈরির ছাঁচ। তাদের কাছ থেকে আমরা বউ–ঝি, ছোট্ট মেয়ে ইত্যাদি কয়েক রকমের পুতুল কিনেছিলাম। কুমোরপাড়ায় বেড়ানোর স্মৃতি কোনো দিনও ভুলব না।

অথবা

আমার দেখা হস্তশিল্প

গত সপ্তাহে ছোট খালা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে একটি নকশিকাঁথা উপহার দিলেন। কাঁথাটি তৈরি করতে তাঁর প্রায় দুই মাস সময় লেগেছিল। কাঁথাটিতে রয়েছে নানা রঙের সুতোর কাজ। আর আছে চোখ জুড়ানো সব নকশা, ফুল, পাতা, প্রজাপতি, পুতুল আরো কত কী! সত্যিই, কাঁথাটি উপহার পেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে।

শব্দদূষণ

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নিশিরাত, কিচির মিচির, ফেরিঅলা, শব্দদূষণ।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
নিশিরাত	– গভীর রাত্রি। মাঝ রাত।
কিচির মিচির	– পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ।
ফেরিঅলা	– রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করেন।
শব্দদূষণ	– অত্যন্ত কোলাহলে শব্দদূষণ ঘটে।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা	নিশিরাত	শব্দদূষণ	কিচির মিচির

ক. ———— চেঁচামেচি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ভোর বেলাতেই পাখির ———— শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

গ. ———— হাঁক দিচ্ছে–থালাবাসন চাই?

ঘ. ———— আমাদের শোনার ৰমতা কমিয়ে দেয়।

উত্তর : ক. নিশিরাত; **খ.** কিচির মিচির; **গ.** ফেরিঅলা; **ঘ.** শব্দদূষণ।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : কবিতায় যেসব পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো– গরব, হাঁস, কবুতর, মোরগ, কুকুর, দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ও পাতি কাক।

খ) শহরে ঘুমানোয় অসুবিধা কেন?

উত্তর : শহরে নানা রকম শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। পাতি কাকের ডাক, হর্নের শব্দ, সিডি, টিভি, টেলিফোন, দরজার বেল ইত্যাদির আওয়াজ, আর ফেরিঅলার হাঁকডাকে শব্দদূষণ ঘটে। ফলে ঠিকমতো ঘুমানো যায় না।

গ) কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?

উত্তর : কুকুরের ডাক ও পাখির ডাকের মধ্যে পাখির ডাক আমার ভালো লাগে। এর কারণ–

কুকুরের উচ্চঃস্বরে ঘেউ ঘেউ ডাক শব্দদূষণের সৃষ্টি করে। এ ডাক শুনলে মনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পাখির ডাক খুবই মধুর। কোনো কোনো পাখির ডাক খুবই সুরেলা। শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।

ঘ) গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?

উত্তর : গ্রামের মানুষ সাধারণত মোরগের ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন। এছাড়া দোয়েল, চড়ুই, ঘুঘু, টুনটুনি ইত্যাদি পাখির কিচিরমিচির শব্দেও তাঁদের ঘুম ভাঙে।

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ		
শব্দ		
রাস্তাঘাট		
জীবনযাত্রা		
হাটবাজার		

উত্তর : শহুরে জীবন ও গ্রামের জীবনের তুলনা–

বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ	শহরের পরিবেশ খুব বিশ্রী। বড় বড় দালানকোঠায় শহর ভরা। এখানে নেই মুক্ত বাতাস। রাস্তাঘাটে সবসময় মানুষের ভিড় লেগে থাকে।	গ্রামের পরিবেশ খুবই সুন্দর। সবুজ প্রকৃতি মন জুড়িয়ে দেয়। ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ ভরে যায়।
শব্দ	শহরে শব্দদূষণ অনেক বেশি। রাস্তাঘাটে গাড়ির হর্নের যন্ত্রণায় কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এছাড়াও হাজারো শব্দের কারণে মনের শান্তি নষ্ট হয়।	গ্রামে শব্দদূষণ অনেক কম। সারাদিন নানা পশুপাখির আওয়াজে মন ভরে যায়।
রাস্তাঘাট	শহরের রাস্তাঘাট অনেক উন্নত। রাস্তাঘাটে প্রচুর গাড়ি চলে। প্রায়ই জ্যাম লেগে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।	গ্রামের রাস্তাঘাট অনুন্নত, রাস্তায় মানুষজনের চলাচল কম। তাই গাড়ির সংখ্যাও কম।
জীবনযাত্রা	শহরের মানুষজন খুব ব্যস্ত। সারাদিন মানুষ নানা কাজে ছোটাছুটি করে। শহরে মানুষকে নিজেদের নিয়েই চিন্তা করতে হয়।	গ্রামের অধিকাং মিলেমি
হাটবাজার	শহরে হাটবাজারগুলো বড় ও উন্নতমানের। তবে পরিবেশ খুব নোংরা হয়।	গ্রামে হা দিন হা জিনিস

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

পল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন

শহুরে জীবন জ্বালা–শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা কারণ হাজার রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

উত্তর : পাঠ্যবই থেকে কবিতাটি মুখস্থ করে শিক্ষকের সামনে আবৃত্তি করি।